গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
আংগারিয়া, শরীয়তপুর।
food.shariatpur.gov.bd

জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	ঃ	মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ, জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর।
সভার স্থান	ঃ	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, শরীয়তপুর।
সভার তারিখ	ঃ	১২/০৫/২০২৪ খ্রি.।
সভার সময়	ঃ	দুপুর ১২.০০ টা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো ঃ

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সরকারের বোরো ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অভ্যন্তরীণভাবে বোরো ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের মূল লক্ষ্য কৃষকদেরকে উৎপাদিত ধানের মূল্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা এবং সরকারী খাদ্য গুদামে বোরো ধান ও সিদ্ধ চালের নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি গুরুত্তারোপ করেন। সরকারের এ মহৎ উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করে আলোচ্য সূচী মোতাবেক বিস্তারিত আলোচনার জন্য কমিটির সদস্য সচিব কে অনুরোধ জানান।

অতঃপর সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখার ০৬/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখের ১৫৭ এবং ১৫৮ নং স্মারকে অভ্যন্তরীণভাবে বোরো ধান ও সিদ্ধ চাল ২০২৪ এর আওতায় সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা ভিত্তিক বিভাজন ও এতদসংক্রান্ত পত্র পৃষ্ঠাংকন করে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, নির্দেশনা অনুযায়ী এ বছর বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে প্রতি কেজি ৩২.০০ (বত্রিশ) টাকা এবং প্রতি কেজি বোরো সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য ৪৫.০০ (পয়তাল্লিশ) টাকা এবং সংগ্রহ অভিযান ৭ মে'২৪ হতে ৩১ আগস্ট'২৪ পর্যন্ত চলবে। চালকল মালিকদের সাথে চুক্তির সময়সীমা০৭/০৫/২০২৪ হতে ২০/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। সরকারের সারাদেশে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) মে.টন বোরো ধান এবং ১১,০০,০০০ (এগার লাখ) মে.টন বোরো সিদ্ধ চাল সংগ্রহের আওতায় শরীয়তপুর জেলায় ২৪৮৭ (দুই হাজার চারশত সাতাশি) মে.টন বোরো ধান এবং ৮৫৬ (আটশত ছাপান্ন) মে.টন বোরো সিদ্ধ চাল এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ- মে.টন)	
		ধান	সিদ্ধ চাল
০১	শরীয়তপুর সদর	৫৬৩.০০০	৯৬.০০০
০২	ডামুড্যা	৩৬৯.০০০	৫৮৮.০০০
০৩	গোসাইরহাট	৪৭১.০০০	-
০৪	নড়িয়া	৫২২.০০০	১০২.০০০
০৫	ভেদরগঞ্জ	৪৫২.০০০	৭০.০০০
০৬	জাজিরা	১১০.০০০	-
	জেলার মোট=	২৪৮৭.০০০	৮৫৬.০০০

তিনি জানান যে, ধান সংগ্রহের পদ্ধতি- (ক) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলা ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন অনুযায়ী ইউনিয়নওয়ারী বিভাজন করবে; উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সরবরাহ করা মৌসুমে আবাদকৃত জমির পরিমাণ এবং সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণসহ ডাটাবেইজ হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। উপজেলা কমিটি প্রত্যেককে প্রদেয় খাদ্যশস্যের পরিমাণসহ নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করা হবে। ক্রয়কারী কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কারো নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না।

(খ) অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা কমিটি একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ১২০ (একশত বিশ) কেজি এবং সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মে.টন পর্যন্ত ধান সংগ্রহ পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে। নির্ধারিত পরিমাণ ধান একজন কৃষক কিস্তিতেও বিক্রি করতে পারবেন। তবে কোন কিস্তি ৩ (তিন) বস্তার কম হবে না।

(গ) উৎপাদক কৃষকের ধানের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়ি WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) শরীয়তপুর সদর ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় 'কৃষক অ্যাপ' এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিস হতে প্রাপ্ত তালিকার লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষকদের থেকে বোরো ধান ক্রয় করা হবে।

(ঙ) শরীয়তপুর জেলার মোট বোরো ধান বরাদ্দের ৫% জিংক সমৃদ্ধ ধান (ব্রি-৭৪) সংগ্রহ করতে হবে।

(চ) কোন উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলার মধ্যে যে উপজেলা/ উপজেলাসমূহে ধান সংগ্রহ করা সম্ভব সেখানে লক্ষ্যমাত্রা স্থানান্তর করে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ছ) হাস্কিং মিলারদের ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত চাল সর্টিং করে সংগ্রহ করতে হবে।

তিনি আরও জানান যে, চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে, শরীয়তপুর জেলার সদর, ডামুড্যা, নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় তালিকাভুক্ত লাইসেন্সধারী মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্য সচিব বরাদ্দকৃত

চালের বিভাজন করবেন। অপরদিকে গোসাইরহাট ও জাজিরা উপজেলায় লাইসেন্সধারী কোন রাইস মিল না থাকায় এ সকল উপজেলায় কোন চালের বরাদ্দ দেওয়া যায়নি।

অতঃপর সভাপতি সরকারের বোরো সংগ্রহ/২০২৪ সফল করার জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণপূর্বক মতামত ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। তৎপ্রেক্ষিতে সদস্যগণ তাদের স্ব-স্ব অভিমত ব্যক্ত করেন।

সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার আলোকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ০৮/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখের ৪৫৯ এবং ৪৬০ নং স্মারকে উপজেলা পর্যায়ে বোরো ধান ও সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্দেশনা অনুযায়ী মিলারদের প্রদেয় প্রতি ৩০ কেজির বস্তার জামানত মূল্য ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা এবং ৫০ কেজির বস্তার জামানত মূল্য ৯০ (নব্বই) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মিলের পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মোট বরাদ্দকৃত চালের সরবরাহ মূল্যের ২% (শতকরা দুই ভাগ) টাকা পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জামানত হিসাবে জমা গ্রহণ করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনা/পর্যালোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত (ধানের ক্ষেত্রে) ঃ

১) বাজার দর অনুকূলে থাকা অবস্থায় উপজেলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ ধান নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা কৃষি অফিস হতে প্রাপ্ত কৃষকদের তালিকা হতে কৃষকের নামে বরাদ্দকৃত পরিমাণ ধান ক্রয় করতে হবে।

২) কৃষক সনাক্তের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ক্রয়কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) নীতিমালার আলোকে প্রান্তিক কৃষক ও মহিলা কৃষকের নিকট থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলতি মৌসুমে উৎপাদিত বি-নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ ধান ক্রয় করতে হবে।

৪) শরীয়তপুর জেলায় মোট ধান বরাদ্দের ৫% জিংক সমৃদ্ধ ধান (ব্রি-৭৪) সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫) কোন কৃষক মানসম্মত ধান খাদ্য গুদামে বিক্রয় করতে এসে যাতে হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং তা নিশ্চিত করবেন।

৬) কোন অবস্থাতেই বি-নির্দেশ বহির্ভূত ধান ক্রয় করা যাবে না।

৭) সরকার নির্ধারিত স্বল্পতম সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৮) কোন উপজেলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না হলে জেলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সমর্পণযোগ্য ধান কমিটির সদস্য সচিব অর্থাৎ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলার লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় পূর্বক অন্য উপজেলায় বরাদ্দ দিবেন।

৯) সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ১৩(ঘ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ধান ক্রয়ের সময় বস্তার গায়ে সংগ্রহ কেন্দ্র ও জেলার নাম এবং বছরসহ সংগ্রহ মৌসুম উল্লেখ করতে হবে এবং এলএসডি'র ষ্টেনসিল, WQSC নম্বর ও তারিখ লিখতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১০) উৎপাদক কৃষকের ধানের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়ি WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করতে হবে।

১১) শরীয়তপুর সদর ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় 'কৃষক অ্যাপ' এর মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিস হতে প্রাপ্ত তালিকার লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষকদের থেকে বোরো ধান ক্রয় করা হবে।

১২) অভ্যন্তরীণ খাদ্যসশ্য সংগ্রহ নীতিমালা/২০১৭ অনুসরণ পূর্বক উপজেলা কমিটি ধান সংগ্রহ অভিযান সফল করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখবেন।

সিদ্ধান্ত (চালের ক্ষেত্রে) ঃ

১. খাদ্য বিভাগের নির্দেশনা ও নীতিমালার আলোকে উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রতি মিলারের পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা মোতাবেক বিভাজনকৃত চালের পরিমাণ অনুযায়ী মিলারের সাথে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শরীয়তপুর চুক্তি সম্পাদন পূর্বক উপ-বরাদ্দ প্রদান করবেন।

২. জেলার ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কোন উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব না হলে বাজারদর অনুকূলে থাকা অবস্থায় সমর্পিত চাল অন্য উপজেলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শরীয়তপুর তা পুনঃবরাদ্দ দিতে পারবেন।

৩. কোন মিলার চুক্তিপত্র সম্পাদনে আগ্রহী না হলে অথবা চুক্তিকৃত চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার অনুকূলে বিভাজিত চাল সরবরাহকৃত চালের মান ও মিলের পারফরমেন্স বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্য মিলের অনুকূলে রিপিট বরাদ্দ দেওয়ার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিবেন।

৪. মিলারদের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময়সীমা আগামী ০৭/০৫/২০২৪ হতে ২০/০৫/২০২৪ খ্রি. তারিখ নির্ধারিত থাকায় উক্ত সময়সীমার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শরীয়তপুর চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা নিবেন।

৫. হাস্কিং মিলারদের ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত চাল সর্টিং করে এলএসডিতে সরবরাহ করতে হবে।

৬. সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ১৩(গ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১০০% বস্তায় চালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মিলের ষ্টেনসীল, এলএসডি'র ষ্টেনসিল, জেলার নাম, WQSC নম্বর ও তারিখ লিখতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

৭. চালের মূল্য মিলারকে এ্যাকাউন্ট পেয়ি WQSC (Weight Quality Stock Certificate) এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করতে হবে।

৮. জেলার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাজারদর অনুকূল থাকা অবস্থায় পরবর্তী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শরীয়তপুরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

৯. কোন অবস্থাতেই বি-নির্দেশ বহির্ভূত চাল ক্রয় করা যাবে না। চাল ক্রয়ে কোন প্রকার অনিয়ম হলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী দায়ী হবেন।

১০. জেলার বিভিন্ন গুদামে খালি জায়গার সংকট হলে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে দ্রুত চাল সরানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

১১. অভ্যন্তরীণ খাদ্যসশ্য সংগ্রহ নীতিমালা/২০১৭ অনুসরণ পূর্বক উপজেলা কমিটি ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান সফল করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ)
জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর
ও
সভাপতি
জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।

স্মারক নং- ১৩.০১.৮৬০০.০০৫.৪৫.০২০.২৪.(১৭৯) তারিখ- ১২/০৫/২০২৪ খ্রি.

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) -

১. মাননীয় সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর---------- ও উপদেষ্টা, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, শরীয়তপুর।
২. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
৩. পরিচালক, সংগ্রহ/ হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, শরীয়তপুর।
৫. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
৬. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, শরীয়তপুর।
৭. উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, শরীয়তপুর ও সদস্য, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, শরীয়তপুর।
৮. জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা ও সদস্য, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, শরীয়তপুর।
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল)----------শরীয়তপুর।
১০. সভাপতি, জেলা চালকল মাসিক সমিতি, শরীয়তপুর।
১১. জনাব শামসুল হক আকন, পালং, শরীয়তপুর ও সদস্য, জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, শরীয়তপুর।
১২. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, (সকল)---------- শরীয়তপুর।
১৩. কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শরীয়তপুর।
১৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (সকল)----------খাদ্য গুদাম, শরীয়তপুর।
১৫. অফিস কপি।

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
শরীয়তপুর ও
সদস্য সচিব
জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি।